তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৪

**ডেনমার্কের ড্রোনিংলান্ড কাপে দ্বিতীয় স্থান (রানার্সআপ) অর্জন করায়**

**সানিডেল স্কুল অনূর্ধ্ব ১২ হ্যান্ডবল দলকে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর অভিনন্দন**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই):

ডেনমার্কের ড্রোনিংলান্ড কাপে দ্বিতীয় স্থান (রানার্সআপ) অর্জন করায় বাংলাদেশের সানিডেল স্কুল অনূর্ধ্ব ১২ হ্যান্ডবল দল জাগুয়ার্সকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক অভিনন্দন বার্তায় সানিডেল স্কুল অনূর্ধ্ব ১২ হ্যান্ডবল দল জাগুয়ার্সের সকল খেলোয়াড়, কোচ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুল কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানান।

উল্লেখ্য, গত ১৪ জুলাই ২০২৩ ডেনমার্কের এক স্কুল টিমের বিপরীতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর রানার্সআপ পদক পেয়েছে টিম জাগুয়ার্স। এর আগে বিশ্বের বহু দেশের অনূর্ধ্ব ১২ হ্যান্ডবল দলের খেলোয়াড়দের হারিয়ে জাগুয়ার্স ড্রোনিংলান্ড কাপ ২০২৩ এর শীর্ষ দুইয়ে পৌঁছায়।

জাগুয়ার্সরা ইউরোপের চারটি দেশে চারটি আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে নরওয়ের বার্জেন (ইবৎমবহ) কাপ, সুইডেনের পার্টাইল (চধৎঃরষষব) কাপ, ডেনমার্কের ড্রোনিংলান্ড (উৎড়হহরহমষঁহফ) কাপ এবং জার্মানির হ্যান্ডবল ডেইস (উধুং)।

জাগুয়ার্স গার্লস বার্জেন ও পার্টাইল কাপে ড্র ও একাধিক বিজয়ের পর ড্রোনিংল্যান্ড কাপে নয়টির মধ্যে আটটি ম্যাচে বিজয়ী হয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। অন্যদিকে জাগুয়ার্স বয়েজ ড্রোনিংলান্ড কাপের রাউন্ড হায়েস্ট পদক অর্জন করেছে। নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের পর জাগুয়ার্সরা ১৫ জুলাই ২০২৩ থেকে ১৮ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত জার্মানিতে হ্যান্ডবল ডেইস টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে।

এসব আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাগুয়ার্সরা সারা বিশ্ব থেকে আসা হাজারো নবীন খেলোয়াড়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে। একইসঙ্গে পেয়েছে চমৎকার প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে প্রমাণ করার সুযোগ।

#

ফয়সল/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩৩

**বড়লেখা উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করলেন পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলাকে ‘ক’শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বড়লেখা উপজেলার সর্বশেষ হালনাগাদকৃত ‘ক’ শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে শতভাগ পুনর্বাসনের মাধ্যমে বড়লেখা উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা উপলক্ষ্যে আজ উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় ঢাকাস্থ সরকারি বাসভবন হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে এ ঘোষণা দেন। বড়লেখা উপজেলার ৪৩৫টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণের পরিবেশ মন্ত্রী এ ঘোষণা দেন।

মন্ত্রী বড়লেখা উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত করার জন্য স্থানীয় জনগণের পক্ষ হতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান। মন্ত্রী বলেন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে নিরলসভাবে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী। বড়লেখার মতো একটি সীমান্তবর্তী উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত করা একটা যুগান্তকারী ঘটনা।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পর এখন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছেন। সরকারের উপহারপ্রাপ্ত গৃহে বসবাসরত মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতি মন্ত্রী আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এসব জনগণের পাশে আছেন তাই তাদের জন্য সবকিছু করতে আপনারা সচেষ্ট থাকবেন। সরকারের দেয়া এই ভূমি এবং গৃহে বাস করে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য উপকারভোগীদের প্রতি মন্ত্রী আহ্বান জানান। জনগণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অবদানের কথা চিন্তা করে আগামী নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপকারভোগীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুনজিত কুমার চন্দ, ভাইস চেয়ারম্যান তাজ উদ্দিন প্রমুখ।

মন্ত্রী এরপর জুড়ী উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় ঢাকাস্থ ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। এ উপজেলায় ৪৭৩ টি পরিবারকে পুনর্বাসনের কাজ শেষ পর্যায়ে থাকায় পরবর্তীতে জুড়ী উপজেলাকে ভূমিহীন ঘোষণা করা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২

বিদ্যুৎ বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আরএডিপি বাস্তবায়ন শতভাগ

**দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রাহক সেবার মান বাড়াতে হবে**

**---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রাহক সেবার মান বাড়াতে হবে। দলগত উদ্যোগ ও তদারকি জোরদার করে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ‘বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন আগ্রগতি পর্যালোচনা’ সভায় শতভাগ আরএডিপি বাস্তবায়ন সম্পর্কে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরএডিপি শতভাগ বাস্তবায়ন বেশ ভালো এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের মূল লক্ষ্য। গ্রাহকদের সাথে বিদ্যমান আস্থার সম্পর্ক আরো জোরদার করতে পরিকল্পনামাফিক যোগাযোগ কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৭১টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ২৮ হাজার ৩১৯ দশমিক ৭২ কোটি টাকা। আর্থিক ব্যয় ২৮ হাজার ৪০০ দশমিক ৩০ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ১০০ দশমিক ২৮ শতাংশ। সিলিং অনুযায়ী অগ্রগতি ১০১ দশমিক ৫৮ শতাংশ। ভৌত অগ্রগতি ১০০ ভাগ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও আর্থিক অগ্রগতি ছিল ১০১ দশমিক ৯০ শতাংশ।

ভার্চুয়াল এই সভায় অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, পিডিবি’র চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান, আরইবি’র চেয়ারম্যান মোহাঃ সেলিম উদ্দিন ও পাওয়ার সেলের ডিজি মোহাম্মদ হোসাইনসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানগণ সংযুক্ত ছিলেন।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৯৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১

**কোনো এলাকায় জরিপ শুরু হলে গুরুত্ব দিয়ে জনগণকে তা জানাতে হবে**

**---ভূমি সচিব**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান বলেছেন, কোনো এলাকায় জরিপ শুরু হলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের গুরুত্ব সহকারে অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনে এ জন্য যথাযথ প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

ভূমি সচিব আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পুরাতন ভবনের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত জেডএসও সম্মেলন ও অধিদপ্তরের দ্বি-মাসিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করার সময় উপস্থিত জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারদের উদ্দেশে এই কথা বলেন। এসময় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল বারিক উপস্থিত ছিলেন।

সচিব বলেন, সংশ্লিষ্ট জমির মালিক ছাড়াও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদেরও এক্ষেত্রে (জরিপ শুরু হলে) গুরুত্ব সহকারে অবহিত করতে হবে। জরিপ সম্পর্কিত অনেক সমস্যা কেবল তথ্যের অভাবের কারণে দেখা দেয়। একইসাথে আমাদের সবার যাদের কমবেশি জমি আছে তাদেরও সচেতন থাকতে হবে যে কখন জরিপ শুরু হয় ভূমি সচিব যোগ করেন।

সচিব আরো বলেন, বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ভূমি সেবা চালুর পর থেকে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, সিস্টেম যত বেশি স্বয়ক্রিয় ও স্বচ্ছ হয়, তা তত বেশি টেকসই হয় এবং একইসাথে দুর্নীতির অভিযোগ কমে। এজন্য আমরা জরিপ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছি।

সচিব নাগরিকদের সুবিধার্থে যত দ্রুত সম্ভব জরিপ সংক্রান্ত মামলার জন্য একটি অনলাইন শুনানির ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

ভূমি সচিব আরও উল্লেখ করেন, আমরা জনগণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ-তাদের জমি নিয়ে কাজ করি। ভূমিসেবা ব্যবস্থা এবং ডাটাবেজ, নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশনের শুরু থেকেই আমরা ভূমি সেবা ব্যবস্থার সাইবার নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছি।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জরিপ ও রেকর্ড ডিজিটাইজেশন সংশ্লিষ্ট ভেন্ডার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রসঙ্গত, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মাঠ পর্যায়ে ভূমি জরিপ (ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে) ও রেকর্ড প্রস্তুত, পরিচালনা, সংগঠন, ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করে থাকেন। জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতায় সারা দেশকে ১৯টি জরিপ এলাকায় ভাগ করা হয়েছে যার প্রধান আঞ্চলিক অফিস হচ্ছে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস। এছাড়া, নদী ও উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে উঠা চর ভূমির দায়িত্বে আছে একটি দিয়ারা অপারেশন অফিস। জেডএসও-এর অধীনে চার্জ অফিসার, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, সার্ভেয়ারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা কাজ করেন।

#

নাহিয়ান/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৯২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০

**বিএনপি ভুল রাজনীতির কারণে হতাশাগ্রস্ত**

**---এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বিএনপি ভুল রাজনীতির কারণে হতাশাগ্রস্ত। এ হতাশাগ্রস্ততার কারণে তারা বারবার বিভ্রান্তমূলক কথা বলে যাচ্ছেন। জনগণের আস্থা আছে এই সরকারের ওপর, আস্থা রাখবে আমাদের বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ওপরও। যে নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা এ দায়িত্বটা যথাযথ ও সততার সঙ্গে পালন করবে এটাই আমরা প্রত্যাশা করি।

আজ শরীয়তপুরের সখিপুরের চরভাগায় বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী আবুল হাসেম মিয়া অডিটোরিয়ামে নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা।

উপমন্ত্রী বলেন, ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই ভোরে ফখরুদ্দিন-মইনউদ্দিনের সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে গ্রেপ্তারের মধ্যদিয়ে বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে অবরুদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালায় তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তিনি আদালতের গেটে দাঁড়িয়ে প্রায় ৩৬ মিনিটের অগ্নিঝরা বক্তৃতার মাধ্যমে তৎকালীন সরকারের হীন-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। গ্রেপ্তার-পূর্ব মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা একটি চিঠির মাধ্যমে দেশের জনগণ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরকে গণতন্ত্র রক্ষায় মনোবল না হারিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর কোনোদিনই বাংলাদেশে আসবে না। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হবে।

উপমন্ত্রী বলেন, সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে নেওয়া সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের নির্বাচনকে কলুষিত করা শুরু করেছিল। বিএনপিরতো নেতৃত্বেরই ঠিক নেই। এতিমের টাকা মেরে খেয়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়েও খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতায় বাসায় থাকতে পারছে। আর তারেক রহমান সাজাপ্রাপ্ত হয়ে বিদেশে পলাতক। সবাই সাজাপ্রাপ্ত আসামি। সাজাপ্রাপ্ত আসামি দিয়ে নির্বাচন করে জেতা যায় না। আর নির্বাচনে পরাজয় হবে জেনেই তো তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়।

এনামুল হক শামীম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য গতিতে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সবদিক থেকে উন্নতি করছে। আর সেই সময়ে বিএনপি দেশকে পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র লিপ্ত। এদেশের জনগণ একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই ঐক্যবদ্ধ। তাই আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসবে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন।

নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মালের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা সিকদার, সাধারণ সম্পাদক অনল কুমার দে, সহ-সভাপতি ওহাব বেপারী, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন।

সভায় নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের ১ হাজার ৯০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

#

গিয়াস/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯

**ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাবলম্বী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে**

**--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, তৃণমূল মানুষের কাছে সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। প্রান্তিক মানুষের সকল সুবিধা ও অসুবিধা সমাধানে ইউনিয়ন পরিষদই তাদের ভরসার জায়গা। তাই ইউনিয়ন পর্যায়ে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতির এক প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। সারা দেশে স্থানীয় সরকার দিবস পালনের প্রস্তুতি হিসেবে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকর করা গেলে ইউনিয়নের নিজেদের অনেক সমস্যা তারা নিজেরাই করতে পারবে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। এ সময় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ কোরিয়ার নিউ কমিউনিটি মুভমেন্টের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদেরও অনুরূপ একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সবাইকে নিয়ে একসাথে এগিয়ে যেতে হবে।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, মানুষ যখন দেখবে তাদের প্রদত্ত রাজস্ব তাদের উন্নয়নের এবং কল্যাণের কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে তখন তাদের রাজস্ব প্রদানে অনীহা দূর হবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ সময় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে তাদের নিজ নিজ ইউনিয়নের আয় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের তাদের ইউনিয়নের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রয়োজনে এলাকার আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও ধনী মানুষদের হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উপায় খুঁজে বের করারও আহ্বান জানান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী। এছাড়া গ্রাম আদালতের মাধ্যমে ইউনিয়নের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও মনে করেন তিনি।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতির সদস্যদের অনুরোধে তাদের ট্রাস্টে এক কোটি টাকা অনুদান প্রদান করার ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, সারাদেশে প্রতিবছর স্থানীয় সরকার দিবস পালনের বিষয়ে মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়ার প্রেক্ষিতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশে প্রতিবছর ২৫ শে ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার দিবস পালিত হবে তবে এ বছর ২৫ শে ফেব্রুয়ারি অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে ৫ই সেপ্টেম্বর দিবসটি পালন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটি উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইবরাহিম, বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি মোঃ বেলায়েত হোসেন গাজী, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোঃ শরীফ কামাল। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

হেমায়েত/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে ডেনমার্কের বিদায়ি রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে ডেনমার্কের বিদায়ি রাষ্ট্রদূত উইনি এসট্রাপ পিটারসন (Winnie Estrup Peterson) সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন, নবায়নযোগ্য উৎস হতে ১ হাজার ১৯৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হলেও ৮২৫ দশমিক ২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্রিডে আসে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৩০টি প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ১ হাজার ২৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প চলমান এবং ৮ হাজার ৬৬৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। অর্থাৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৯ হাজার ৯৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন পাইপলাইনে আছে। সরকার নাবায়নযোগ্য উৎস হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রতিবেশী দেশ হতে আমদানি করার প্রক্রিয়াতেও আছে।

রাষ্ট্রদূত অফসোর উইন্ড থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমিতে সহযোগিতা করতে ডেনিশ কোম্পানিগুলো খুবই আগ্রহী।

#

আসলাম/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৭

**সবাই শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন চায়**

**- বীর বাহাদুর উশৈসিং**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ, সুদূরপ্রসারী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়া ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। তিনি বলেন, সবাই শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন চায়। সরকার শান্তিচুক্তির সকল ধারা বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বীর বাহাদুর

বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন হওয়ার পর থেকে বিগত ২৫ বছর যাবত পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বিদেশি দাতা সংস্থার সাথে সমন্বয় করে পার্বত্য তিন জেলার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ এবং সক্রিয়ভাবে তা বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বীর বাহাদুর আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা যার বড় উদাহরণ। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় উচ্চশিক্ষা লাভে বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠেছে বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নার্সিং কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি বলেন, বান্দরবানের দুর্গম এলাকা থানচি উপজেলায় খুব সহজে পর্যটকরা এখন যাতায়াত করতে পারছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। পার্বত্য এলাকার ২৫ বছরের উন্নয়নের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে মন্ত্রী বীর বাহাদুর বলেন, পাহাড়ের অধিবাসীরা এখন অন্ধকারমুক্ত। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার সোলার প্যানেলে উৎপাদিত বিদ্যুতের মাধ্যমে দুর্গম পাহাড়ের মানুষ এখন নির্বিঘ্নে সর্বত্র নেটওয়ার্ক সেবা প্রাপ্তিসহ টিভি, মোবাইল, ফ্যান অনায়াসে চালাতে পারছে । দুর্গম পাহাড়ি এলাকার পাড়া কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ৩ লাখ সাধারণ মানুষ সোলার প্যানেল বিদ্যুতের আওতায় এসেছে। মন্ত্রী বলেন, পাহাড়ে কাজু বাদাম, কফি চাষ, মিশ্র ফল চাষ, ইক্ষু চাষ, তুলা চাষের মাধ্যমে এখানকার কৃষকরা পার্বত্য অঞ্চল তথা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এর রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব মো. আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এসময় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, যুগ্মসচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্মসচিব মো. হুজুর আলী, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য মো. জসীম উদ্দিন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা টীটন খীসা, তিন পার্বত্য জেলার বিশেষ প্রতিনিধি ড. অজয় প্রকাশ চাকমা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ব্র্যাকের পক্ষে সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. শাখাওয়াতুল ইসলাম ও পদক্ষেপ এর সহকারী পরিচালক রফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

#

রেজুয়ান/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৫২৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৬৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১০ হাজার ৪২৮ জন।

#

 সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫

**আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে রেলে ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার হবে**

**--- রেলপথ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই):

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে রেলে ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্যবস্থাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন, তার অংশ হিসেবেই ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করে রেল চলাচলের জন্য তুমাস তুর্কি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসাল্টিং এন্ড কন্সট্রাক্ট্রিং কোম্পানির সাথে আজকের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

আজ ঢাকায় রেলভবনের সভা কক্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং তুমাস তুর্কি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসাল্টিং এন্ড কন্সট্রাক্ট্রিং কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করে রেল চলাচলের জন্য ট্রাকশন নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এবং টঙ্গি থেকে জয়দেবপুর অংশের কাজ করার জন্য তুমাস তুর্কি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসাল্টিং এন্ড কন্সট্রাক্ট্রিং কোম্পানিকে যে দায়িত্ব দেওয়া হলো তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা শেষ করবেন বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মন্ত্রী বলেন, ইউরোপসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে রেলে গ্যাস ও ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার হচ্ছে। এতে কার্বন নির্গমন হয় না, এটি পরিবেশবান্ধব তাই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে মোঃ হাবিবুর রহমান চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পূর্ব) এবং তুমাস তুর্কি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসাল্টিং এন্ড কন্সট্রাক্ট্রিং কোম্পানির পক্ষে Ismail Heydarli চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

#

সিরাজ/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪

**টিসিবির মাধ্যমে চাল বিতরণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুচিন্তার ফল**

**---খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই):

দেশব্যাপী তেল, চিনি ও ডালের সঙ্গে আজ থেকে জনপ্রতি ৫ কেজি চালও কিনতে পারবেন টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারীরা।

আজ রাজধানীর উত্তর সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। এসময় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনকালে খাদ্যমন্ত্রী জানান, এ কর্মসূচিতে ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি পরিবারের মধ্যে ৩০ টাকা দরে ৫ কেজি করে চাল দেওয়া হবে। দেশব্যাপী এ কার্যক্রমে টিসিবির ডিলারগণ নির্ধারিত দিন ও সময়ে বিতরণ করবেন। একজন কার্ডধারী ২০০ টাকা দুই লিটার সয়াবিন তেল, ১২০ টাকায় দুই কেজি মসুর ডাল, ৭০ টাকায় এক কেজি চিনি ও ১৫০ টাকায় ৫ কেজি চাল কিনতে পারবেন।

মন্ত্রী বলেন, টিসিবির মাধ্যমে চাল বিতরণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুচিন্তার ফল। প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করলেন জনসাধারণ টিসিবির থেকে তেল, ডাল, চিনির মতো নিত্যপণ্য সুলভে পায়। এর সাথে চাল যুক্ত করলে তাদের সুবিধা হবে। বঙ্গবন্ধু কন্যার সেই জনবান্ধব চিন্তাকে আজ বাস্তবে রূপ দেওয়া হলো বলে উল্লখে করেন সাধন চন্দ্র মজুমদার।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের পর শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এতে সারা বিশ্বে নিত্যপণ্যের পণ্যের দাম অস্বাভাবিক বাড়ে। এই অবস্থা থেকে দেশের নিম্ন আয়ের মানুষকে সহযোগিতার জন্য এক কোটি পরিবারের মধ্যে স্বল্পমূল্যের পণ্য বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এছাড়া সরকারের ওএমএস, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও জেলেদের জন্য বিশেষ খাদ্য সহায়তা চলমান আছে।

খাদ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বছরে প্রায় ৩০ লাখ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। এর সাথে ১ কোটি টিসিবির কার্ডধারীদের বছরে ৬ লাখ মেট্রিক টন চাল দেওয়া হলে বাজারের ওপর চাপ কমবে-চাল উদ্বৃত্ত থাকবে। সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য কিনতে পারায় নিম্ন আয়ের মানুষের সুবিধা হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, টিসিবির লক্ষ্য এ কার্যক্রমে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই নিত্যপণ্যের সাথে চাল দেওয়া হচ্ছে যাতে জনসাধারণ উপকৃত হয়। তিনি আরো বলেন, ১ কোটি পরিবার চাল পাওয়া মানে ৫ কোটি মানুষ সরাসরি এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া। এসময় তিনি টিসিবির কার্যক্রম সুষ্ঠু সুন্দরভাবে বাস্তবায়নে গণমাধ্যমকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ ও খাদ্য সচিব মোঃ ইসমাইল হোসেন বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, দেশের নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারের মধ্যে টিসিবির মাধ্যমে সয়াবিন তেল, মসুর ডাল ও চিনি বিক্রি করে আসছে সরকার। মহানগরী ছাড়াও দেশের বিভাগীয় শহর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে টিসিবির স্থায়ী ডিলারদের কাছ থেকে নির্ধারিত সময়ে চারটি পণ্য সাশ্রয়ীমূল্যে কিনতে পারবেন ক্রেতারা।

#

কামাল/পাশা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৩

**শেখ হাসিনার গ্রেপ্তার ছিল গণতন্ত্রের পায়ে শেকল পরানো**

**---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘২০০৭ সালের এই দিনে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্দেশে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের পায়ে শেকল পরানো হয়েছিল। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে, মুক্ত শেখ হাসিনার চেয়ে বন্দি শেখ হাসিনা কম শক্তিশালী ছিলেন না।’

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে ‘২০০৭ সালের ১৬ জুলাই শেখ হাসিনার কারাবন্দি দিবস’ উপলক্ষ্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন। সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি-জামায়াত সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে বরং সেই দুর্নীতির সাথে যুক্ত হওয়া এক-এগারো পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার জননেত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠ ও গণতন্ত্রের পথ চলাকে স্তব্ধ করার জন্য সে দিন বঙ্গবন্ধুকন্যাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার বাসভবন সুধাসদন তছনছ এবং তার প্রয়াত স্বামী এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আণবিক শক্তি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল।’

মন্ত্রী বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করার পর হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আদালত চত্বরে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করে এবং বঙ্গবন্ধুকন্যার মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে কারণে তারা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ১১ মাস পরে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বেগম খালেদা জিয়াও মুক্তি লাভ করেছিল।’

‘বাংলাদেশের মানুষ আর কখনো সেই ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় না, কিন্তু ইদানিং এক-এগারোর কুশীলবরা আবার সক্রিয় হয়েছে’ উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘তারা নানা জায়গায় গোপনে-প্রকাশ্যে বৈঠক করছে, বিভিন্ন দূতাবাসে ধরনাও দিচ্ছে, নানা ধরনের প্রেসক্রিপশনও দেওয়া শুরু করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আর কখনো সে ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা সুযোগ কাউকে দেবে না। আমাদের সার্বভৌম রাষ্ট্র চলবে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী, জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী।’

সাংবাদিকরা গতরাতে এফবিসিসিআইয়ের সম্মেলনে ব্যবসায়ীরা পুনরায় শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় দেখতে চায় বলেছে, এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ব্যবসায়ীরা জানে এবং বোঝে যে সরকারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে দেশে শান্তি এবং স্থিতি বজায় থাকবে, দেশ আরো এগিয়ে যাবে। সেটি অনুধাবন করেই শীর্ষ ব্যবসায়ীরা একবাক্যে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান বলেছেন, সভা শেষে সবাই দাঁড়িয়ে পতাকা নাড়িয়ে সেই ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।’

এর কারণ হিসেবে তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘গত সাড়ে ১৪ বছরে দেশ বদলে গেছে। আমাদের জিডিপি একশ’ বিলিয়ন থেকে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়ে এখন এক হাজার বিলিয়ন ডলার। বাজেটের আকার সাড়ে ১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু আয় বিএনপির আমলের ৫শ’ ৪০ ডলার থেকে এখন সাড়ে ২৮শ’ ডলারে উন্নীত হয়েছে। জিডিপির আকারে আমরা ৩৫তম অর্থনীতির দেশ আর পিপিতে ৩১তম। সাড়ে ১৪ বছরে আমাদের জিডিপি মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশকেও ছাড়িয়েছে। এগুলো মির্জা ফখরুল সাহেবরা দেখেও না দেখার ভান করেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা তো প্রকৃত চিত্রটা জানেন।’

আওয়ামী লীগ কি বিএনপির পাল্টা কর্মসূচি দিচ্ছে-এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘বিএনপির যেমন রাজনৈতিক কর্মসূচির অধিকার আছে আমাদেরও আছে। কয়েকদিন আগে বিএনপি সমাবেশ করেছে আমরাও করেছি, কই ঢাকা শহরে তো কোনো সমস্যা হয়নি। বিএনপি কর্মসূচি দিলে সরকারি দল হিসেবে আমাদের বাড়তি দায়িত্ব থাকে যাতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা-স্থিতি বজায় থাকে, আগুনসন্ত্রাসীরা মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির ব্যানারে যদি কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় সে ক্ষেত্রে জনগণের সাথে থাকা আমাদের দায়িত্ব। সে জন্যই আওয়ামী লীগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।’

বিএনপি মহাসচিব মানুষকে কাজ ছেড়ে রাস্তায় নামতে বলেছেন-এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেবকে বলবো আগে তাদের কর্মীদের মাঠে নামানোর ব্যবস্থা করার জন্য। তাদের কর্মীরাই তো মাঠে নামে না। বহু আগে থেকে তারা জনগণকে এসব বলছে, কিন্তু জনগণের কি ঠেকা পড়েছে যে বেগম জিয়ার স্বাস্থ্য ঠিক করার জন্য কিংবা তারেক জিয়াকে হাওয়া ভবনে ফিরিয়ে আনার জন্য রাস্তায় নামবে! জনগণের সেই ঠেকা পড়ে নাই এটা মির্জা ফখরুল সাহেব বোঝেন কি না আমি জানি না।’

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২২

**বাংলাদেশের চিফ স্কাউট হিসেবে দীক্ষা নিলেন রাষ্ট্রপতি**

ঢাকা, ১ শ্রাবণ (১৬ জুলাই) :

রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের চিফ স্কাউট হিসেবে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা নিয়েছেন। আজ বঙ্গভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চিফ স্কাউট হিসেবে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতিকে দীক্ষা বাক্য পাঠ করান ও স্কাউট ব্যাজ পরিয়ে দেন। এসময় বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতিকে স্কার্ফ পরিয়ে দেন।

পরে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এবং সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ বাংলাদেশ স্কাউটস এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি কে অবহিত করেন।

এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্কাউটসের গোড়াপত্তন করেন, যা আজ সারা দেশে বিস্তৃত। তিনি বলেন, স্কাউট কার্যক্রম ছেলে-মেয়েদের নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করতে প্রতিটি স্তরে নেতৃত্বের বিকাশ অত্যন্ত জরুরি উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্কাউটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এই নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রা শুরু হতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জাতীয় প্রয়োজনে স্কাউটদের ভূমিকার প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্কাউটরা যাতে দেশ ও জাতির যেকোনো প্রয়োজনে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে সেজন্য তথ্যপ্রযুক্তিসহ উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে স্কাউট নেতৃবৃন্দকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি।

দেশকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও মাদকমুক্ত রাখতে স্কাউটদের ভূমিকা রাখারও আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহউদ্দিন ইসলাম, রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খানসহ স্কাউট নেতৃবৃন্দ দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রাহাত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/কামাল/২০২৩/ ১৫২০ ঘণ্টা